ঝিনাইদহে তারেক রহমানের মানবিক সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের বিভিন্ন গ্রামে বজ্রপাতে নিহত কৃষক পরিবারকে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
শনিবার (১০ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর ভবানীপুর ও একই উপজেলার পশ্চিম বিষয়খালি গ্রামে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে এই মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাকির তুহিন ও সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল। এ সময় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বজ্রপাতে মৃত ওলিয়ার রহমান ও মিরাজুল ইসলামের কবর জিয়ারত করে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় বজ্◌্রপাতে নিহত ওলিয়ার রহমানের স্ত্রী শিরীনা খাতুন ও মিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সোহাগী খাতুনের হাতে তারেক রহমানের মানবিক সহায়তা তুলে দেন। সেসময় কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নেতা টিএস আইয়ুব, মোমিনুর রহমান, ওসমান আলী বিশ্বাস, শফিকুল ইসলাম শফিক, শামসুর রহমান শামস, আব্দুল্লাহ আল নাইম, কবির হোসেন, সোলায়মান হোসেন, মোল্লা হারুনুর রশিদ, ফারুকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, সাজেদুর রহমান পাপ্পু, আলমগীর হোসেন আলম, মীর ফজলে এলাহী শিমুল, গান্না ইউনিয়নের বিএনপি নেতা ইজ্জত আলী মাস্টার, মহারাজপুর ইউনিয়নের শাহাজান আলী ও আবু সাঈদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে ঝিনাইদাস সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাকির তুহিন। তিনি বলেন, কৃষকদের নিয়ে জননেতা তারেক রহমানের আলাদা ভাবনা রয়েছে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আগামী দিনে ক্ষমতায় গেলে গ্রামের কৃষকদের মুখে যাতে বারো মাস হাসি থাকে তেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, বজ্রপাতে নিহত দুইজন কৃষকের মৃত্যুতে হাজারো মাইল দূরে থেকেও জননেতা তারেক রহমান তাদের জন্য ব্যথিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানবিক সহায়তা হিসেবে দুই কৃষক পরিবারকে সহায়তা প্রদান করেছেন, যা জীবনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় বজ্রপাতে মিরাজুল ইসলাম (২৫) ও অলিয়ার রহমান
(৫০) নামে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মাঠে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতের শিকার হন তারা।

মঙ্গলবার (৬ মে) দুপুর ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পশ্চিম বিষয়খালী ও মহারাজপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

নিহত মিরাজুল ইসলাম গান্না ইউনিয়নের পশ্চিম বিষয়খালী গ্রামের শাহাজ্জেল হোসেনের ছেলে। অপর নিহত অলিয়ার রহমান মহারাজপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে।

একইদিনে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহতের স্বজনরা জানান, সকালে মাঠে ধান বাঁধতে যান মিরাজুল। সকাল সাড়ে ১০টার পরে আকষ্মিক বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। এসময় অন্যরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেও বজ্রপাতের কবলে পড়েন মিরাজুল। পরে আহতাবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

অপর নিহত অলিয়ার রহমানের স্বজনরা জানান, সকালে মাঠে ধান গোছানোর কাজে বাড়ি থেকে বের হন অলিয়ার। বেলা ১১টার দিকে তুমুল বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। এসময় মাঠে থাকাবস্থায় বজ্রপাতে আহত হন তিনি। এসময় স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত খালিদ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন এবং তিনি বলেন, বজ্রপাতে নিহত দুই কৃষক হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. মোস্তাফিজুর

রহমান বলেন, বজ্রপাতের শিকার হয়ে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন। মরদেহ দুটি সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বজ্রপাতে দুই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। জানাগেছে, মিরাজুল ঢাকায় একটি চাকরি করতো। দুই সপ্তাহ আগে সে সন্তানের বাবা হয়েছে। সেই কারণে কয়েকদিন আগে সে বাড়িতে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

বজ্রপাতে নিহত দুইটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নিকট ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী অনুদান প্রদান করেন।

কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য রক্ষনাগার

২০০৪ সালে মেহেরপুরের নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে স্থাপিত ‘মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠানটি কাগজে কলমে চালু আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ জন শিক্ষক ৬ জন কর্মচারী এবং শতাধিক শিক্ষার্থীও আছে কাগজে কলমে।

প্রতিষ্ঠানটিতে বজলুর রহমান নামের একজন শ্রমজীবী বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া পতাকা উত্তোলন করে মাঠে কাজে যান। কাজ থেকে ফিরে আসার সময় দুপুরে পতাকা নামিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটিতে কোন কর্মচারী ও কোন শিক্ষার্থী নাই। প্রতিষ্ঠানটিকে এলাকার মানুষ মাঠে উৎপাদিত আলু পেঁয়াজ সংরক্ষণ করেন। জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাও জানেন না প্রতিষ্ঠানটি কাগজে কলমে থাকলেও সেখানে কোন শিক্ষক শিক্ষার্থী না থাকার বিষয়টি।

গত শনিবার সরেজমিনে গিয়ে বিদ্যলিয়টির বারান্দায় প্রায় ১শ বস্তা আলু রাখা দেখা যায়। মাঠে কর্মরত লোকজন জানান- জেলা শহরের জামাল

হোসেন নামের একজন আলু ব্যবসায়ী কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে হিমঘরে রাখার জন্য বিদ্যালয়টির বারান্দা ও ঘরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। বিদ্যালয় চত্বর বিভিন্ন ধরণের গাছ-পালাতে ঝোপ-ঝাড়ে পরিণত হওয়া দেখা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের একজন বলেন-প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিকভাবে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। বিএনপির শাসনামলের ওই সময় বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত না হওয়াতে দায়ীত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিষ্ঠানমুখো হওয়া বন্ধ করে দেন। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর ফের বিদ্যালয়টি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও কোন শিক্ষার্থী না পাওয়াতে কোন শিক্ষকও আর এমুখো হন না। কলেজ চত্বর থেকে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ রায়হান মুজিবের নম্বরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তার অবস্থান জানতে চাইলে বলেন- কলেজেই আছেন। আমরাও কলেজে জানালে তিনি বলেন বিশেষ প্রয়োজনে জেলা শহরে আছেন।

পরে স্বীকার করেন কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২৭ জন শিক্ষার্থী আছে। এমপিওভুক্ত না হওয়া ও শিক্ষার্থী সংকটে কাগজে কলমে চালু রাখা হয়েছে। খোজ নিয়ে জানাগেছে, এই অধ্যক্ষ মেহেরপুর জেলা শহরে কাপড়ের ব্যবসা করেন।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস মো. হযরত আলী বলেছেন “মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠানটির চালু আছে বলে দাবি করেন। তবে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ‘বদরুণ নাহার টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ বন্ধ হয়েগেছে।

“মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও যেহেতু এখনো ইআইআইএন নম্বর আছে, মানে বোর্ডের অনুমোদন বাতিল হয়নি। তাই প্রতিষ্ঠানটিকে কাগজপত্রে এখনো বন্ধের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নেই।

এই কর্মকর্তা আরও জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এমপিওভুক্তির আমায়। কিন্তু দির্ঘদিনেও যখন তা হয় না, তখন অনেকেই হাল ছেড়ে দেন। অবার যথাযথ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা না করেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমন শিক্ষার্থী পায় না।

ঝিনাইদহে ধানক্ষেত থেকে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাড়ামারা গ্রামের নলবিলা মাঠ থেকে মোহাম্মদ আলী (৪৮) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত ১০ টারঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাড়ামারা গ্রামের নলবিলা মাঠ থেকে মোহাম্মদ আলী (৪৮) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দিকে ওই কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়। মোহাম্মদ আলী গাড়ামারা গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ওই গ্রামের কৃষক মোহাম্মদ আলী বিকেলে বাড়ি থেকে নলবিলের মাঠে যায়। কিন্তু স্ধ্যাার পেও বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন তাকে খুজতে থাকে এসময় রাতে স্থানীয়রা ধানক্ষেতের কাছে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্বজনদের খবর দেয়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

স্থানীয় কৃষক শাজাহান আলী বলেন, আমরা মাঠে খোজাখুজির সময় দেখি মন্টু মিয়ার ধানের জমিতে মোহাম্মদ আলীর লাশ পড়ে আছে। উনার ঘাড় ও নাভির উপরে আঘাতের চিহ্ন আছে। আমরা লাশ দেখে পরিবারে খবর দিলে তারা পুলিশে খবর দেয় পরে পুলিশ এসে লাশটি নিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মোহাম্মদ আলীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি বজ্রপাতে মৃত্যু তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেহেরপুরে কৃষক সাইফুল শেখের পরিবারের পাশে প্রশাসন ও খানি

মেহেরপুরে পেঁয়াজ চাষি সাইফুল শেখ আত্মহত্যার ঘটনায় সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে আসা বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি) দলের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার নিহত কৃষকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন মেহেরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বুধবার খানি সদস্য সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী, কৃষি গবেষক, লেখক ও সাংবাদিকরা নিহত কৃষকের পরিবার, স্থানীয় কৃষক ও প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ইউএনও পলাশ মণ্ডল খানি ভিজিট টিমকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি সাইফুল শেখের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর ইউএনও পলাশ মণ্ডল উপজেলা সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে শোকাহত পরিবারের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন। এছাড়াও, বেসরকারি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আশা থেকে নিহত কৃষকের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা, কৃষকের মেয়ে রোজেফা খাতুনের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। কৃষক সাইফুলের পরিবারকে কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে বর্গাচাষের জমিতে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সরবরাহেরও আশ্বাস দেন তিনি।

ইউএনও পলাশ মণ্ডল বলেন, “যা ঘটেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে, আমরা তা পুরোপুরি পুষিয়ে দিতে পারব না, তবে আপনাদের প্রয়োজনে আমরা পাশে আছি।”
তিনি আরও বলেন, “নিহত কৃষক সাইফুল শেখের এই ঘটনায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে খানি ক্যাটালিস্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।” কৃষক ও কৃষি বিষয়ে খানির কার্যক্রমের জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

খানি সহসভাপতি রেজাউল করিম সিদ্দিকী জানান, এই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তারা কাজ করছেন। প্রশাসনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি

আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কিছুটা হলেও সহায়তা পাবে।

খানি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নেটওয়ার্কটির সহসভাপতি রেজাউল করিম সিদ্দিকী, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি রিসার্চের নির্বাহী প্রধান গৌরাঙ্গ নন্দী, ইনসিডিন বাংলাদেশের মুশফিক সাব্বির, লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ডেপুটি ম্যানেজার অমিত রঞ্জন দে, আজকের পত্রিকার সাংবাদিক সাইফুল মাসুম এবং পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক প্রাণের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর উম্মে সালমা প্রমুখ।

ঝিনাইদহে কৃষকদের বিনামূল্যে পাট বীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ৮’শত কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সামনে এ সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ নূর-এ-নবী’র সভাপতিত্বে বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী। সেসময় অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সদর উপজেলার ৮’শত কৃষকের মাঝে জনপ্রতি ১ কেজি উন্নতজাতের পাটের বীজ, ৫ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানাযায়, এ নিয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মোট ৮’শ কেজি পাট বীজ ও ৮ মেট্রিক টন সার বিতরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করেছেন স্থানীয় কৃষি অফিস।

বুধবার দুপুরে উপজেলা চত্বর থেকে এ সব সামগ্রী বিতরন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উফশী আউশ ধান ও পাট ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম,কৃষি অফিসার জাহিদ হোসেন, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার নাজমুল সাকিব, টিপু সুলতান।

এ বছর তিন হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির মাঝে পাঁচ কেজি উফসি আউশ ধানের বীজ, দশ কেজি করে ডিওপি ও দশ কেজি এমওপি সার দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া দুইশ জন চাষির মাছে ১ কেজি করে পাট বীজ, ৫ কেজি করে ডিওপি ও পাঁচ কেজি করে এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে কৃষকদের

মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল ও ক্ষতিপুরণের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দনপুর গ্রামের ভাটামতলা বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা।এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে গ্রামের শতাধিক কৃষক অংশ নেয়।

সেসময় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক কে এম সালাউদ্দিন, রুস্তম আলী, আজাদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, উপজেলার পুরন্দনপুর গ্রামের ভাটামতলা বাজারের ব্যবসায়ী শিমুলসহ আশপাশের কয়েকটি বাজারে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃষকদের কাছে ভেজাল কীটনাশক বিক্রি করছে। ফলে অনেক কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কৃষি অফিসে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও তারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

বক্তারা দাবি করেন, অবিলম্বে ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায় তারা আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে ১৬’শ কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিভাগ জানায়, সরকারের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় উফশী আউশের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ১ হাজার ৬০০ কৃষককে এ উপকরণ দেওয়া হয়। প্রত্যেককে ৫ কেজি উন্নতজাতের বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল কৃষকের

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ফাজিল মল্লিক (৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে আমঝুপি বিএডিসি ফার্মের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফাজিল হোসেন আমঝুপি দক্ষিণপাড়ার মৃত ইজু মল্লিকের ছেলে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক শ্রাবণ (২০) আহত হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার ছেলে শ্রাবণ মোটরসাইকেল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা যাচ্ছিলেন। অপরদিকে ইজু মল্লিক মাঠের কাজ সেরে বাইসাইকেল যোগে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে সড়ক পার হচ্চিলেন। এসময় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে দুজনেই ছিটকে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান কৃষক ইজু মল্লিক। দুমড়ে মুচড়ে যায় দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকে ও বাইসাইকেলটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে আহত শ্রাবণকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। অপরদিকে, নিহত কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করে তার স্বজনরা বাড়ি নিয়ে যায়।